মারা গেলেন আরো ৫৫ জন, শনাক্ত ২,৭৩৮

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণে আরো ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন দুই হাজার ৭৩৮ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৫২ জনের। আর সব মিলিয়ে শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জন।

আজ রবিবার (৫ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বুলেটিন প্রকাশে অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ডা. নাসিমা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণে দেশে আরো ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁরা ৩৭ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী। এঁদের বয়স ০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে তিনজন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১৭ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন এবং ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ১২ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৫২ জনের।

এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে পুরুষ এক হাজার ৬২৪ জন এবং নারী ৪২৮ জন। আর বয়স বিবেচনায় এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা ০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ২৪ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৭০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১৫১ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩১১ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৫৯৩ জন এবং ষাটোর্ধ ৮৯০ জন।

জানানো হয়, নতুন যে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা ঢাকা বিভাগের ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ১৩ জন, রাজশাহী বিভাগের একজন, খুলনা বিভাগের ছয়জন, বরিশাল বিভাগের পাঁচজন, সিলেট বিভাগের দুইজন এবং রংপুর বিভাগের আটজন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের একজন। হাসপাতালে মারা গেছেন ৪১ জন এবং বাসায় ১৪ জন।

বিভাগ হিসেবে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকা বিভাগে এক হাজার ৬০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ৬৩৪ জন, রাজশাহী বিভাগের ১০২ জন, খুলনা বিভাগের ৮৮ জন, বরিশাল বিভাগের ৭২ জন, সিলেট বিভাগের ৮৬

জন, রংপুর বিভাগের ৬১ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ৪৯ জন।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯০৪ জন। এ নিয়ে দেশের করোনা সংক্রমণ থেকে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২ হাজার ৬২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৩ হাজার ৯৬৪টি। একই সময় পূর্বের নমুনাসহ পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ৯৮৮টি। এর মধ্যে করোনা রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে দুই হাজার ৭৩৮ জনকে। এ নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জন। আর এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আট লাখ ৪৬ হাজার ৬২টি।

সারা দেশের করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল সম্পর্কে তথ্যে বলা হয়, ঢাকা মহানগরীতে করোনা রোগীদের জন্য সাধারণ শয্যার সংখ্যা ছয় হাজার ৭৫টি এবং আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ১৪৯টি, সারা দেশে সাধারণ শয্যার সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭৫টি, সারা দেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৪০১টি এবং সারা দেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৮৫টি।

আইসোলেশন প্রসঙ্গে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে আরো ৪৪৯ জনকে। একইসময় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪৮৩ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশনে গেছেন ৩০ হাজার ৮৭২ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ১৪ হাজার ১৫৭ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৬ হাজার ৭১৫ জন।

কোয়ারেন্টিন প্রসঙ্গেও তথ্য দেওয়া হয় বুলেটিনে। বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে এসেছেন দুই হাজার ৮৮৭ জন। একইসময় কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৫৩৫ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে গেছেন মোট তিন লাখ ৭৭ হাজার ৩২ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন তিন লাখ ১২ হাজার ৫৩০ জন। ছাড়ের পর বর্তমানে হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৪ হাজার ৫০২ জন।

সারা দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য প্রস্তুত ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে সেবা প্রদান যায় বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

বুলেটিনে আরো জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বাতায়ন এবং আইইডিসিআর’র হটলাইনে কল এসেছে এক লাখ ৬০

হাজার ৫৮৮টি। এ নিয়ে এ পর্যন্ত হটলাইনে এক কোটি ৪৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৭৬ জনকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব কলে সবাইকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্লাটফর্ম মুক্তপাঠ-এ অনলাইনে সেবা দেওয়ার জন্য মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ১৬ হাজার ৪১৪ জনে। এ ছাড়া বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে হটলাইনে চার হাজার ২১৭ জন চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

কোভিড-১৯: চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে আক্রান্ত ৫ হাজার ছুঁই ছুঁই

কোভিড-১৯ মহামারীতে চিকিৎসক-নার্সরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। দেশে প্রায় ৫ হাজার চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমিত হয়েছেন। আর মারা গেছেন ৬১ জন। করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, সারা দেশে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৯৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৬৯৪ চিকিৎসক, ১ হাজার ৩৪৪ জন নার্স এবং ১৯১৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনাকালে সংক্রমিত হওয়া চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে অনেকে সুস্থ হয়ে ইতিমধ্যে কাজে ফিরেছেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা যাওয়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন বিএমএম সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও মহাসচিব ইহতেশামুল হক চৌধুরী।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ডেকেছে ঔষধ প্রশাসন

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত কিট নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের আলোচনার জন্য ডেকেছে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর। রোববার এ আলোচনা হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ও কোভিড-১৯ র্যা পিড ডট ব্লট কিট প্রকল্পের সমন্বয়ক ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার।

তিনি বলেন, আলোচনার জন্য আমরা আবেদন করেছিলাম। তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল দিয়েছেন। অ্যান্টিবডি কিট ফল প্রকাশপরবর্তী বৈঠকের জন্য আমাদের ডাকা হয়েছে।

গণস্বাস্থ্যকে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরে ডাকার বিষয়টি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দফতর প্রধান জাহাঙ্গীর আলম মিন্টুও জানিয়েছেন। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডা. জাফরুল্লাহর ঘনিষ্ঠ মিন্টু বলেন, ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক রোববার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের আপডেটেড অ্যান্টিবডি কিটের তথ্য-উপাত্ত জানতে কর্মকর্তাদের ডেকেছেন। আজ ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর যদি কিটের অনুমতি দেয় তা হলে গণস্বাস্থ্য ১৫ দিনের মধ্যে ৫০০০ অ্যান্টিবডি কিট তৈরি করবে। গণস্বাস্থ্যের গবেষকরা এরই মধ্যে ঔষধ প্রশাসনের নির্দেশিকা বজায় রাখার জন্য অ্যান্টিবডি কিট আপডেট করেছে বলেও জানান মিন্টু।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহর চৌধুরী কিটের বিষয়ে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হবে এবং অনুমতি দেবে বলে আশাবাদী বলে জানান মিন্টু।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘কিট উন্নয়ন দলের প্রধান বিজ্ঞানী বিজন কুমার শিলের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, তারা কিটের সংবেদনশীলতা আরও বৃদ্ধি করেছে। এখন এটি অ্যান্টিবডিটিকে আরও দক্ষতার সঙ্গে শনাক্ত করতে পারে। বিজন শীল আরও বলেছিলেন যে, ডিজিডিএ ৯০ শতাংশ সংবেদনশীলতা এবং ৯৫ শতাংশের সুনির্দিষ্টতা নির্ধারণ করেছে যে, অনুমোদনের জন্য জিকে কিটটি অবশ্যই অর্জন করবে।

বগুড়া-১ ও যশোর-৬ আসনের উপনির্বাচন ১৪ জুলাই

আটকে থাকা বগুড়া-১ ও যশোর-৬ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আজ শনিবার বিকালে কমিশন সভায় এই দুই আসনে আগামী ১৪ জুলাই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব মো. আলমগীর।

তিনি বলেছেন, মহামারী করোনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামী ১৪ জুলাই এই দুই আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদার সভাপতিত্বে চার নির্বাচন কমিশনার ও সিনিয়র সচিব উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ২৯ মার্চ এই দুটি উপনির্বাচন হওয়ারও কথা ছিল। করোনাভাইরাস সঙ্কটের কারণে ভোটের সপ্তাহখানেক আগে স্থগিত করা হয় নির্বাচন দুটি। একই সঙ্গে আটকে আছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনও। ইসির এক যুগ্ম সচিব জানান, দুই উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধান নির্ধারিত ১৮০ দিন শেষ হতে যাচ্ছে ১৫ জুলাই।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের মৃত্যুতে বগুড়া-১ এবং ২১ জানুয়ারি ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে যশোর-৬ আসন ফাঁকা হয়। সংসদীয় আসন শূন্য হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিন ও দৈব-দুর্বিপাকের কারণে সম্ভব না হলে আরও ৯০ দিন সব মিলিয়ে ১৮০ দিনের মধ্যে ভোট করার বাধ্যবাধকতার নিয়ম রয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ঢাকায় ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি পেল মালিন্দ এয়ার

করোনার কারণে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ঢাকায় ফের ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি পেয়েছে মালয়েশিয়া ভিত্তিক এয়ারলাইন্স মালিন্দ এয়ার। আজ শনিবার বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, গত ১ জুলাই ঢাকায় ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বেবিচকের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি দেয় মালিন্দ এয়ার।

এর আগে শুক্রবার তাদের আবেদন মঞ্জুর করে সপ্তাহে দু’টি ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দেয় বেবিচক। তবে সপ্তাহের কোন দু’দিন ফ্লাইট পরিচালনা করবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি এয়ারলাইন্সটির বাংলাদেশ অফিস।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফি আরোপ করা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত : রিজভী

অবিলম্বে করোনাভাইরাস টেস্টের ফি বাতিল করে বিনামূল্যে নাগরিকদের টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কি নির্ধারণ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান

সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে

নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

১৯ জেলায় দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস

দেশের ১৯ জেলায় দমকা বা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। একইসঙ্গে কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণও হতে পারে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারি অবস্থায় বিরাজ করছে। তাই সাগরে কোনো ঝড়ের শঙ্কা নেই।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তাই এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

বর্তমানে মৌসুমি বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেমের পূর্বাংশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

এ অবস্থায় রোববার (৫ জুলাই) নাগাদ রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এসময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। তবে ঢাকার তাপমাত্রা ও বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ দু’টো বেশি থাকার কারণে গরম কমছে না। গত ২৪ ঘণ্টা রাজধানীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। আর শনিবার সকালে বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৯ শতাংশ।

করোনায় একদিনে আরও ২৯ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৩২৮৮

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৯৯৭ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ২৮৮ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৫৯ হাজার ৬৭৯ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭৩ জন এবং মোট সুস্থ ৭০ হাজার ৭২১ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

বিএসএফের সঙ্গে ‌‌‘তর্ক’ করায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক